নাটক

শাস্তি বদল

বর্ণনঃ অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হয়, কখনও জেল, কখনও গ্রাম্য শালিসী কখনও প্রকৃতিগত ভাবেই। মানুষ দেরীতে শাস্তি পায় জন্যই তারা বিভিন্ন অপরাধ করে। তাই সাধারণ মানুষ কিভাবে রাস্তায় ছিনতাই হয়ে যায়।কিভাবে একটি মেয়ে শ্লীলতাহানী হয়।কিভাবে নিজ স্বার্থের জন্য অসাধু ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্যে নানা রাসায়নিক ক্যামিক্যাল মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে মানুষের ক্ষতি করে। কিভাবে একটা নাবালিকা মেয়েকে জোর করে বাবা–ভাইরা মিলে একটা লোকের সাথে তার অমতে নকল বয়স বানিয়ে বিয়ে দেয়। কিভাবে একটা মানুষ বিভিন্ন অপকর্ম করার পরে দোষের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পশু বলি দেয়।

অবশেষে অপরাধীরা ধরা পরে ও বিচারে শাস্তি মঞ্জুর হয়।তখন তারা অনুতাপ করে, কান্নাকাটি করে, আর কখনও করবে না জন্য প্রতিজ্ঞা করে। প্রার্থনা করে যেন তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়।

একজন দয়াবান মানুষ, যে নিজের ঘাড়ে মানুষের কুকর্মের শাস্তিগুলো নেন।

দয়ালু ব্যক্তির ভাবনাঃ– অপরাধিরা কি করছে, তারা নিজেরাই জানেই না। কারণ ওরা অবুঝ ছিল। কুকর্মের ফল যে কত ভয়ানক তারা জানতোই না। ওরা নরকের যন্ত্রনা আর স্বর্গের আনন্দ সম্পর্ক কিছুই জানেনা। তাদের এই কঠিন অপরাধের জন্য দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হবে। তাই আমি নিজে তাদের জন্য শাস্তি ভোগ করবো, নিজের রক্ত সেচন করবো, তথাপি তাদের মুক্ত করবো সেই ভয়ঙ্কর নরকের হাত থেকে। অবশেষে অপরাধী ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ হয়, অনুতপ্ত হয় ও সেই দয়ালু ব্যক্তিকে চিরকৃতজ্ঞ জানায়।

চরিত্রঃ– দুইজন মানুষ (জয়ন্ত বর্মন, রমেশ রায়)

সানিয়া (সুমিত্রা বর্মন)

সাধারণ ব্যাক্তি (নরেশ রায়)

দয়ালু ব্যক্তি (পুলিন দেব বর্মন)

সীনঃ- ১

লোকেশানঃ– ফাঁকা রাস্তা,

সময়ঃ– দিন

চরিত্রঃ– দুইজন ছিনতাইকারী (হাতে অস্ত্র), একজন সাধারণ মানুষ

বর্ণনাঃ– দুইজন মানুষ রাস্তার পাশে ছোট ঝোপে বসে তাস খেলছে কোন আগন্তুককে ছিনতাই করার জন্য। একজন সাধারণ মানুষ ধীরে ধীরে ঐ রাস্তা দিয়ে আসছে কিছু খরচ নিয়ে। হাতে সামানের ব্যাগ। বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। পরনে ধুতি, হাতলযুক্ত জীর্ণ সাদা জামা ও পাকাকালো উস্কোখুসকো চুল।

দৃশ্যে

১ম জন:– কি রে দোস্ত, আজি কি একটাও স্বীকার হবে? কি না? ধুর! শালা, একটা সিগারেট দে।

২য় জনঃ– চিন্তা করিসনা দোস্ত, অপেক্ষা করেক। দ্যাখ না স্বীকার আপনা থাকিয়ায় ধরা দিবে। নে, বেটা সিগারেট নে। (সিগারেটের টান ও অস্ত্র হাতে)

১ম জনঃ– দোস্ত..... অপেক্ষা আর কি, ঐ দেখ ম্যোগ না চাইতেই জল। (সিগারেটের ধোয়া আর একচোখের ভুরু কুঁচকে ইশারা)।

২য় জনঃ– ওরে বাবা, তোর কথায় তো ঠিক রে বাটপার! যেই কথা সেই কাজ! তাহলে..... রেডি.....চলো?

১ম জনঃ– ওকে বস। চলো (আগন্তুকের দিকে এগিয়ে আসা ও আগন্তুকের সামনে দ্বাড়িয়ে যাওয়া।

আগন্তুকঃ শেষ পর্যন্ত আজি গিন্নীর মনের বাসনা পুন্য হবে। মুই আজি ইলিশ মাছ নিয়া আসিনু। সেই খাওয়া হবে। আজি যে কি আনন্দ!(আগন্তুক নিজে নিজে কথাগুলো বলবে চলতে চলতে)।

১ম জনঃ এই বেটা, আজি তো হামারো আনন্দ রে। দেখি ব্যাগত কি আছে?

২য় জয়ঃ আরে এই, খাড়া, খাড়া! মাল ছাড়, কি কি আছে, বাইর কর জলদি। টাইম নাই।(১ম জন অস্ত্র বাইর করে আগন্তুকের মাথার কাছত নিয়ে গিয়ে আইটেম নিবে।

১ম জনঃ শালা দেখি তোর ব্যাগ, কি আছে?

আগন্তুকঃ ভাইয়া! মোক ছাড়ি দেও, মোর বউ ছাওয়া বাড়িত না খায়া আছে। সারাদিন কাম করিয়া একিনা বাজার নিয়া মুই বাড়ি যাছো। অল্প মাছ, অল্প চাউল আর অল্প সবজী।

২য় জনঃ দেখো তো পকেটত কি আছে, অ: এই তো টাকা আছে রে, আর মোবাইলও আছে। আর কি আছে দেখো। (জোড় করে পকেট চেক করা আর বাইর করি নেওয়া)।

আগন্তুকঃ দাদা, মোর ঐ কয়টা টাকা না নেন। দয়া করো ভাইয়া।(ভয়ে জোড় হাত করে বলা)।

১ম এইঃ ন্যকামী ছাড় তো। এইটাকা দিয়া তো দুইটা বোতল হয়া যাবে। এইলা ন্যাকামী দেখতে দেখতে আর দেখার ইচ্ছা করে না। (টাকা নিয়ে নেবে।

২য় জনঃ বেশি কথা না, যা ফুট এটে থাকি, নইলে লাশ হয়া পরি থাকিবু এলায়। ফুট। (ধাক্কা দেবে বলতে বলতে। (টাকা গুনতে থাকবে আর মোবাইলটা দেখবে ঠিক আছে কি না। খরচের ব্যাগ পাশে রাখা থাকবে।

আগন্তুকঃ মুই কি করো এলা ঈশ্বর, মোর বউ বাচ্চায় এলা কি খাবে। (শরীরে জোড়ে ধাক্কা দিলে, আগন্তুক মাটিতে হোচট খেয়ে পরে যাওয়ার মতো অবস্থা হবে। তারপর সেখান থেকে ধীরে ধিরে চলে যাবে, কান্না কান্না হয়ে ফিরে ফিরে চাবে তাদের দিকে আর সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

কিছুদিন পর

১ম জনের একমাত্র ছেলে, ভীষণ অসুখ, অপারেশনের জন্য রক্তের প্রয়োজন। কিন্তু কোথাও রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। হসপিতালেও রক্ত নেই। ডাক্তার বলে দিয়েছে, রক্ত না হলে এই অপারেশন করা যাবে না।

অনেক জায়গায় রক্তের সন্ধান করেও রক্ত জোগার করতে পারেন নাই। দুজন আলাদা লোকের সাথে কথোপকথনের দৃশ্য থাকবে। রক্তের কথা বললে তারা অস্বীকার করে চলে যাবে।

১ম জনঃ এলা মুই কি করো, মোর একেনায় মাত্র বেটা। চুরি, ছিনতাই করি তো রক্ত পাওয়া কঠিন। এলা মুই কি করো! মোর বেটা ভাল থাকুক, তার বদলে মোরে অসুখ হইলেও তো হইলেক হয়। (কান্না করতে করতে)। রাস্তার ধারে, কয়েকটা বাড়ি থেকে দূরে। দূরে বাড়ি দেখ যাবে।

আগন্তুকঃ তোমরা কায় বাহে, এঠে এমন করি কান্দেছেন ক্যেনে, তোমার কি হইসে?

১ম জনঃ আর কন না বাহে, মুই যে এলা কি করো, মোর বেটার খুব অসুখ। যদি এলায় রক্ত যোগার করিবার না পারো, তাহলে অপারেশনও হবে না, বাঁচেরও পারিম না। কি করিম এলা!

আগন্তুকঃ ওরে সর্বনাশ! এই অবস্থা! চলো চলো, মুইয়ে রক্ত দিম তোমার বেটাক। জীবনটা বাঁচি থাকিলে কত কি করির পারিবে। চলো চলো, মুই দিম রক্ত। (কইতে কইতে হাত ধরি টানি ওঠাবে)।

১ম জনঃ ভাই রে, এইটা কি, তোমরা এঠে? মোক চিনা পাইসেন তোমা? (ধীরে ধীরে মাথা তুলে দেখলে চিনা পাবে)।

আগন্তুকঃ ও হ্যাঁ, তোমরায় তাহলে, মুই চিনিবারে পারো নাই এতক্ষণ। কিন্তু চলো এলা, আগত তোমার বেটাক বাঁচাই।

১ম জনঃ ভাইয়া, মোক তোমরা মাপ করি দাও, মোর ভুল হয়া গেইসে। মানষির অন্যায় করিলে নিজেরে ক্ষতি হয়। মুই আগত সেইটা জানো নাই। আজি বুঝিবার পারিনু।মোক ক্ষমা করি দাও ভাইয়া। (কান্না থাকবে ও হঠাৎ পা ধরে শুয়ে পরবে)।

আগন্তুকঃ ভাইয়া, এইলা কথা এলা রাখো, আগত চলো, মানুষের ভুল হয়া থাকে। চলো–চলো আগত তোমার বেটার ওঠে যাই।আগত উয়াক বাঁচাই। (ধীরে ধীরে ওঠার পর, রাস্তার দিকে যেতেই থাকবে)।

কিছু দিন পর

দুজনে গ্রামের গাছের নিচে বসার একটা খাঁটে বসে কথা বলবে।

১ম জনঃ ভাইয়া, যদি তোমরা সেদিন মোর বেটাক রক্ত না দিলেন হয়, তাহলে সেদিন বেটাক বাঁচেবার পারিনু না হয়। তোমার রীন কোনদিন শোধ করিবার পারিম না। তোমার পাও ধরিয়া মুই শপথ করিনু, জীবনে মুই আর কোন অপরাধ করিম না, ছিনতাই করিম না। কিন্তু তোমরা মোক কন তো, তোমার প্রতি মুই এতো খারাপ করিনু, তারপরও তোমরা মোক এভাবে প্রতিদান দিবার পারেন কি করিয়া? তোমরা কেমন করিয়া এইটা করিবার পারেন?

আগন্তুকঃ তাহলে শোন ভাইয়া, মুই তোমাক কও, হামার শাস্ত্রত আছে "তোমরা যদি অইন্য জনের দোষ ক্ষমা করেন, তাইলে তোমার স্বর্গের বাপ তোমারলার দোষ ক্ষমা করিবে"। (মথি ৬: ১৪)। হামরাও তো কতো অপরাধ করিছি, অন্যায় করিছি, পাপ করিছি। কিন্তু হামার প্রভূ তো কতো দয়ালু, হামার সউগ অন্যায় আর পাপ ক্ষমা করি দিসে। হামরা যতো পাপ করিছি, অন্যায় করিছি, তার ফল হইলেক আজীবন শাস্তি মানে নরকত হইলেক হয় হামারলার শেষ জাগা। হামরা কোনদিন স্বর্গত যাবার পারিনো না হয়, কিন্তু হামারলার সৌগ অন্যায় আর পাপলাক প্রভূ যীশু হামার বদলে নিজের জীবনত নিয়া, হামাক সেই নরকের শাস্তি পাওয়া থাকি মুক্ত করিসে। হামাক আর কোন শাস্তি ভোগ করিবার লাগিবে না। **শাস্তি বদল হইসে।** উয়ায় কতো অপমান, কত চাবুকের আঘাত আর রক্ত বয়া ক্রুশত নিজের জীবন বলিদান করিসে।কারণ হামরা জানি যে, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক রক্ত ছাড়া পাপের মোচন হয় না। প্রভূ যীশুই ছিল নিষ্পাপ আর নিষ্কলঙ্ক। আইসো, হামরালাও প্রভূ যীশু যেমন করি হামারলাক ভালোবাসে, হামরালাও তেমন করি একজন আর একজনকাক ভালো বাসি। এই জগতের মানষিলার সৌগ পাপের ভার উয়ায় একেলায় বহন করি নিয়া গেইসে। এলা উয়ার প্রতি হামারলার ভালোবাসা আর প্রতিবেশীলার প্রতি ভালোবাসার মধ্যে দিয়া হামাক সগাকে জীবন যাপন করিবার লাগিবে। ধন্যবাদ।

বাহে শাস্ত্র কয়ঃ "একে অইন্যক সহ্য কর, আর কাঙোরো বিরুদ্ধে তোমারলার কোন দোষ দিবার কারন থাকে তাইলে উয়াক ক্ষমা কর। প্রভূ যেই নাকান তোমারলাক ক্ষমা করিচে একে নাকান করি তোমারলারও একে অইন্যক ক্ষমা করা উচিত"। কলসীয় ৩:১৩

<u>ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন</u>